কোজাগর

কোজাগর চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ। উনিশ চুরানব্বই-এর জুলাইয়ে প্রথম প্রকাশ। প্রকাশক ঃ প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা। শূন্যপুরাণ, বিকেলের কবিতা ও তামস কবিতা—এই তিনটি পর্যায়ে উনআশিটি কবিতা আছে।

☐ একবার নাম ধ'রে ডেকেছিলে ঃ আজও তা বাতাসে
ফুলের গন্ধের মতো ভেসে আসে গায়ে দেয় কাঁটা।
একবার কী খেয়ালে এসেছিলে ঃ আজও এই মাটি
ফোটায় রোমাঞ্চ তার ডালে ডালে; আমাকে শেখায়
দেখ প্রেম কাকে বলে দেখ কাকে বলে ভালবাসা!

কবিতায় প্রকাশিত অনুভূতি নিরালম্ব নয়, বিষয়নির্ভর। কোজাগর-এ পরিণত আঙ্গিকে প্রেম, প্রকৃতি, মৃত্যু, সামাজিক অনুভাষ প্রভৃতি প্রকাশিত। সব ছাপিয়ে ঈশ্বর। অন্তর্বর্তী প্রতিটি শব্দ গন্ধ স্পর্শ ষষ্ঠ চেতনায় সমাকীর্ণ। বুদ্ধি বিদ্যা অহঙ্কার মুক্ত এক নির্বাসনা লোকে গঠিত কাব্যপ্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আত্মনিবেদনের নিরন্তরতা, আবহমানতা প্রচ্ছন্ন প্রবাহিত। সম্পূর্ণ নিজস্ব সংস্কারবোধে প্রত্যয়পুষ্ট কবিতাগুলি শারীরিক ভাষ্যতেও অতীন্দ্রিয় স্পর্শ লাভ করেছে।

☐ ক্ষতিপূরণের অনেক অনেক বেশি
দু'হাতে ওষ্ঠে বক্ষে জানুতে শুষে
নিষ্ক্রিয় নীল পুরুষ, প্রকৃতিবেশী
ভূভুর্বস্থ : পান করে চুষে চুষে

☐ আমার বন্ধু তোমাকে নিয়েছে যত
তুমি তারও বেশি তাকে নিয়ে গেছ দূরে
আমি আগুনের অবয়বে সংহত
দেবতারা সেই দৃশ্য দেখেছে ঘুরে

মন্ত্রনির্ভর কবিতাগুলি মৃত্তিকালগ্ন। রুক্ষ কাঁটাজামির ধূ ধূ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আছে। গল্পের শহর, পথের শহর, কবিতার শহর কলকাতা আর পাইপগানের মতো গলি, বিপজ্জনক মুখ, ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঈর্ষা, ক্ষয় আর ক্ষতি থেকে ছোলাডাঙা, নতুনচটি, নাম আঁচুড়ি, ঝাঁটিপাহাড়ী—কতো গ্রাম! গন্ধেশ্বরী, কাঁসাই—কতো নদী; কতো পাখি, আকাশ, বাঁশবন, আলপথ, ধানক্ষেত, উদ্দীপক নিয়ন্ত্রক হয়ে এয়েছে। অননুশীলিত চিত্রগুলি প্রতীকি। কাম এবং প্রেম মিথুনবদ্ধ। ছায়াসহচর অনুভবগুলি আযৌন মৃত্যুচেতনায় অতীন্দ্রিয়তায় সংস্থাপিত হয়েছে। সব ব্যবধান বিরহের ওপর সেতু বাঁধা হয়।

☐ ওই ভিড়ে টাল সামলাতে সামলাতে
তোমার কাছে গিয়ে পড়ি
তুমি আমাকে কাঁসাইয়ের কিনারে নিয়ে গিয়ে বাঁচাও
আমরা গল্প করি হাসি
আমাদের কথোপকথন
টেপ ক'রে নেয় হু হু বাতাস